আ র শী

চলছে কেবলি মেঘ কেটে পথ খুঁজে .....

প্রণয়িনী

আহমাদ মোস্তফা কামাল

মালতিকে পাওয়া যাচ্ছে না এই খবর যেন আমাদের মাথায় বাজ ফেলল। পাওয়া যাচ্ছে না মানে কি? কোথায় গেছে সে, কবে গেছে, কীভাবেই বা গেল? আর সত্যি যদি না পাওয়া যায় তাকে তাহলে নিউ গনেশ অপেরার কী হবে? মালতি যে এই দলের মধ্যমণি, প্রধান আকর্ষণ একমাত্র আকর্ষণও বলা যায়। টেলিভিশন, সিনেমা, ভিসিপি, ভিসিডির এই রমরমা যুগে এখনও যে দল বেঁধে মানুষ নিউ গনেশ অপেরার যাত্রা দেখতে আসে, সেকি আর যাত্রাপালা দেখার জন্য? সে তো স্রেফ মালতিকে দেখার লোভে না মালতিকে নয়, ওটা ওর আসল নাম, দলে ওর নাম সুজাতা, এই নামেই বিরাট খ্যাতি ওর, এই নামের আড়ালে আসল নামটা তাই চাপা পড়ে গেছে। তারা আসলে আসে সুজাতাকে দেখতে, সুজাতার রূপ-যৌবন দেখতে, নানারকম ছলাকলা দেখতে। ওর রূপের খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এ অঞ্চল তো বটেই, দেশের নানা অঞ্চল থেকে, এমনকী ঢাকা থেকেও নানা ধরনের লোকজন তাকে দেখতে আসে। মালতিও ছলাকলায় পটু, বলে, সে নাকি ষোল কলা নয় ছাপ্পান্ন কলা দেখাতে জানে, তার কয়েকটি মাত্র দেখাতেই এই অবস্থা সব দেখালে যে কী হবে কে জানে! যাই হোক, আমরাও নিউ গনেশের যাত্রা দেখতে যাই, তবে আমরা সুজাতার পাশাপাশি মালতিকেও দেখি, যে মালতি আমাদের অতিচেনা, ঘরের মেয়েই বলা যায় ওই তো নবগ্রামে ওর বাড়ি, আমরাই ওকে নবগ্রাম থেকে নিয়ে এসে নিউ গনেশ অপেরার অধিকারী মধুবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম ওকে একটু গাইড দেবেন, মেয়েটা জাতশিল্পী। মালতি জাতশিল্পী কী না কে জানে, তবে ও যে কখনও এসবের ধারেকাছেও যায়নি সেটুকু জানতাম, কিন্তু মধুবাবুর মুখে প্রায়ই ওই শব্দটি শোনা যায় বলে তার কাছে ওভাবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। মধুবাবু মালতিকে শিল্পী বানিয়েছেন বটে, প্রায় সবগুলো পালাতেই তিনি ওকে নায়িকার রোল দেন, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার একই সঙ্গে তাকে প্রিন্সেসও বানিয়েছেন। সাধারণত প্রিন্সেসদেরকে নায়িকার রোল দেওয়া হয় না, কিংবা নায়িকারা কখন প্রিন্সেসদের ভূমিকায় নামে না, এ তো জানা কথা, কিন্তু মধুবাবু মালতিকে দিয়ে দুটোই করিয়ে নিচ্ছেন, তাতে নিউ গনেশ অপেরার চেহারাই পাল্টে গেছে। এ জন্যই বলি, সব অর্থেই মালতি নিউ গনেশ অপেরার প্রাণ। সেই মালতি যদি হারিয়ে যায়, কিংবা ইচ্ছে করে চলে গিয়ে থাকে, যদি আর খুঁজে না পাওয়া যায় তাকে, আর যদি ফিরে না আসে তাহলে নিউ গনেশ অপেরা একদম মুখ থুবড়ে পড়বে। কেউ আর এই দলের যাত্রা দেখতে আসবে না সবুজ অপেরা, বৃন্দাবন অপেরা, নিউ লক্ষীরাণী অপেরার যে হাল হয়েছে, দর্শকদের অভাবে দল চালানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দলেরও তাই হবে। কথাটা ভাবতেই আমাদের গা ঝিমঝিম করে, দলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা দারুণ শংকিত হয়ে পড়ি। যদিও এ দলের বিপর্যয়ে আমাদের তেমন কিছু যাবে আসবে না অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় তবু এলাকার দল বলে আমরা এটাকে নিজেদের বলেই মনে করি, এর ভালো মন্দের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক অনেক আগেই, নিজেদের অজান্তেই, দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা তাই মালতির খোঁজে সমস্ত শহর চষে বেড়াই, আশেপাশের গ্রাম, ওর আত্মীয়স্বজনরা যেখানে থাকে সেসব জায়গায় এবং ওর নিজের গ্রামে গিয়েও খুঁজে আসি। মধুবাবুকে জেরা করতে করতে অতিষ্ট করে তুলি যে, তিনি কি সত্যিই জানেন না মালতি কোথায় গেছে, নাকি জেনেও কোনও কারণে চুপ করে আছেন? মালতি তাকে না বলেই কোথাও চলে যাবে এটা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, ও তো এমন অবাধ্য মেয়ে নয়! এসব নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং সেই অধিকার আমাদের আছে, আমরাই মালতিকে তার কাছে এনে দিয়েছিলাম কিন্তু সব কথার উত্তরেই মধুবাবু বলেন, তিনি কিছু জানেন না। আমাদের সন্দেহ দূর হয় না। আপনারা প্রশ্ন

করতে পারেন, তা মালতির জন্য আমাদের এত হা-হুতাশ, এত ব্যতিব্যস্ততা কেন? নিউ গনেশ অপেরার জন্যই বা আমাদের এত দুশ্চিন্তা কেন? আগেই বলেছি, দলটির সঙ্গে আমাদের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই, কিন্তু এর প্রতি আমরা একটি দায়িত্ব অনুভব করি। আমরা, কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক, এইসব দায়িত্ব নিজ থেকেই কাঁধে তুলে নেই। আমাদের তো কেউ কোনো দায়িত্ব দেয় না, বরং অকর্মার ধাড়ি, উড়নচণ্ডী এইসব বলে গালাগাল করে, কিছু দায়িত্ব তাই নিজে থেকেই পালন না করলে চলবে কিভাবে? কিন্তু এটাই, বলাবাহুল্য, একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণও নয়। প্রধান কারণটি, ধারণা করি, এতক্ষণে আপনারা বুঝে ফেলেছেন। হ্যাঁ, মালতি, মালতির আকর্ষণই বড় কারণ। আমাদের ঐশ্বরিয়া নাই, মাধুরী দিক্ষীত নাই, নাই মৌসুমী-পপি বা শাবনূরও। কিন্তু মালতি আছে। মালতিই আমাদের স্বপ্নের নায়িকা। আমাদের ঘরে ঐশ্বরিয়ার ছবি টানিয়ে আমরা সেখানে মালতিকে কল্পনা করি, এবং মনে হয় আমাদের মালতি ঐ ভূবন ভুলানো ঐশ্বরিয়ার মতোই বা তারচেয়ে বেশি সুন্দর, আকর্ষণীয়। অথচ শুনলে অবাক হবেন না এর আগে তো বলেছিই, আবার শুনে অবাক না-ও হতে পারেন এই মালতিকে আমরাই হাত ধরে মধুবাবুর কাছে নিয়ে এসেছিলাম। নিতান্তই গরীব ঘরের মেয়ে সে, ঘরে অসুস্থ বাপ, খিটখিটে মেজাজের মা, বিধবা পিসি, অনেকগুলো ছোট ভাইবোন, উপার্জনক্ষম কেউ নেই সংসারে, ঠিকমতো খাবার জোটে না অথচ মালতি রূপে ঝলমল করতো টলমল করতো বলে মধুলোভী মৌমাছির অভাব ছিল না। গ্রামের বখাটে ছেলেরা কখনও কখনও এমনকী বেড়া কেটে ওদের ঘরে ঢুকতো, তারপর দেখেও না দেখা, বুঝেও না বোঝার ভান করে শুয়ে থাকা স্বজনদের সামনেই ওর শরীর নিয়ে সন্ত্রাস করতো। একদিন মালতি আমাদের কাছে এইসব বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আমাদেরকে ও আপন ভেবেছিল কেন কে জানে, আমরাও তো ওর রূপের আকর্ষণেই যেতাম, যদিও ওর শরীরের দিকে কখনো হাত বাড়াইনি, বেকার হলেও আমরা অন্তত অতটা বখে যাইনি, আর হয়তো এ জন্যই ও আমাদের সামনে এমন করে কেঁদেছিল। ওর কান্না দেখে আমাদের বুক ভেঙে গিয়েছিল, ওই দুরবস্থা থেকে ওকে উদ্ধারের কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে নিয়ে এসেছিলাম মধুবাবুর কাছে। সেই মালতি এখন সুজাতা হয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছে আর ক্রমশ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখনও ও আমাদের সঙ্গে আগের মতোই কথা বলে বটে, আমরা যে ওকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে, কিন্তু তবু ওকে কত দূরের মানুষ বলে মনে হয়! ও যেন দিনদিন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটা আমরা বুঝতে পারি ওকে নিয়ে যখন কল্পনা করতে বসি। বাস্তবে তো আর পাব না, সে কথা ওকে বলারই সাহস নেই আমাদের, তাই কল্পনাই ভরসা। অথচ ওকে নিয়ে আগের মতো করে কল্পনাও করতে পারি না। যেমন গোপন মুহূর্তে ঐশ্বরিয়ার ছবি সামনে নিয়ে তাকে কল্পনা করার চেষ্টা করে দেখেছি, চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে সে কোথায় যেন হারিয়ে যায়, হঠাৎ করে আবিষ্কার করি ওই মুহূর্তে ঐশ্বরিয়া নয় আমাদের কল্পনায় ছিল বাড়ির কাজের মেয়েটা। এখন মালতিকে নিয়েও সেই একই সমস্যায় ভুগি, আগে যতদূর ইচ্ছে কল্পনার ঘোড়া ছোটাতে পারতাম, এখন পারি না, চূড়ান্ত উত্তেজনার সময় সে-ও ঐশ্বরিয়ার মতোই হারিয়ে যায়। তবু, আগেই বলেছি, ও-ই আমাদের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে আমরা রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই, তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়, এমনকী আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আহ্লাদ পর্যন্ত করে ও। সেই মালতি যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমাদের কি উপায় হবে আজ বহুদিন হল আমরা যে ওকে নিয়েই আছি। আমরা তাই হন্যে হয়ে ওকে খুঁজি, শহর জুড়ে মালতির নিখোঁজ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সেই খবর শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গঞ্জে হাট বাজারে। নানারকম গুজব বাতাসে উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায় আমরাও সেইসব গুজবের পেছনে পেছনে ঘুরে মরি যদি মালতির কোনও খোঁজ পাওয়া যায় এই আশায়। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যায়, কোথাও মালতিকে খুঁজে পাই না। কিছু গুজব আবার এমন যে, ইচ্ছে করলেও সে-সবের পেছনে ধাওয়া করার সামর্থ্য আমাদের নেই, যেমন কোন সিনেমার

পরিচালক নাকি যাত্রা দেখতে এসে মালতিকে পছন্দ করে ফেলেছেন এবং ঢাকায় নিয়ে গেছেন তাকে সিনেমায় নামাবেন বলে, কিংবা কোন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে নাকি তার প্রেম হয়েছিল, তার হাত ধরেই মালতি পালিয়েছে, কিংবা ঢাকার কোনও এক শীর্ষ সন্ত্রাসীর অনুগত বাহিনী এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে ইত্যাদি। এসব গুজবের সবকটিতেই ব্যক্তিটি থাকে অনির্দিষ্ট অর্থাৎ সিনেমার পরিচালক বা বড়লোকের ছেলে বা শীর্ষ সন্ত্রাসী কারোরই নাম জানা যায় না, অবশ্য জানা গেলেও যে আমরা সে-সবের পিছু ধাওয়া করতে পারতাম তা নয়, বলেছিই তো এদের সঙ্গে ফাইট দেওয়ার সামর্থ্য বা যোগ্যতা আমাদের নাই। এসবকিছু আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে আমরা হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেই।

তারপর এক সন্ধ্যায় এক বোতল বাংলা মদ কিনে নিয়ে মধুবাবুর কাছে যাই। বেচারা আমাদের মতোই বা আমাদের চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছেন বলে শুনেছি। যদিও এমন কোনও ভাষা আমাদের জানা নাই, তবু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই আমরা সেখানে যাই। মদ খেতে খেতে মধুবাবু আকুল হয়ে কাঁদেন, আমার দলডা পথে বইসা যাইবো গো দাদারা। গত দুই বছরে মালতি নিউ গণেশ অপেরারে দ্যাশের সেরা দল বানাইয়া ফেলছিল, আমি তার কী সর্বনাশ করলাম রে! হা দিদি আমি তর কি সর্বনাশ করলামরে দিদি।

তার কথা শুনে আমাদের টনক নড়ে। মধুবাবু এসব কী বলছেন? উনি মালতির সর্বনাশ করেছেন এ কথার মানে কী? আমরা তাকে আরও বেশি মদ খাইয়ে টাইট করে ধরলে তিনি মুখ খোলেন অরে আমিই পাঠাইছলাম রে দাদা।

পাঠাইছিলেন! কই পাঠাইছিলেন?

এম.পি সাবের ছেলে লোক পাঠাইছিলো মালতিরে নিয়া যাইতে, ও যাইতে চায় নাই, আমিই বুঝাইয়া শুনাইয়া পাঠায়া দিছিলাম।

শুনে আমাদের মাথা ঝিমঝিম করে। এমপি সাহেবের ছেলে! ও তো একটা বড় মাপের বদমাইশ। আমরা মধুবাবুর ওপর ক্ষেপে উঠি

এমপি সাবের ছেলে লোক পাঠাইলো আর আপনে তাগো হাতে মালতিরে তুইলা দিলেন! এইটা কোনও কথা অইলো? এই জইন্যে কি আমরা মালতিরে আপনার কাছে আইনা দিছিলাম?

অয় রে দাদা, যাইতে দিতে অয়। যাত্রা দল চালাইতে গেলে প্রিন্সেস আর নায়িকাগো বিভিন্ন জায়গায় পাঠাইতে অয়। খালি এমপি সাবের ছেলে না, পুলিশের অফিসাররা চায়, উপজেলার অফিসাররা চায়, জেলা শহরের অফিসাররা চায়, ব্যবসায়ীরা চায় তাগো কাছে ওগোরে না পাঠাইয়া করুম কী কন? আমাগো হাত-পাও যে বান্ধা, বোজেন না আপনারা? তারা যদি একবার বাঁইকা বসে তাইলে শো করতে দেব, দল চালাইতে দেব?

তাতো বুঝলাম বাবু, মালতিরে না অয় বাধ্য অইয়া পাঠাইছেন, তাই বইলা সে আর ফিরা আসব না!

সে তো ফিরাই আসে সবসময়। কিন্তু এইবার এমপি সাবের ছেলে খবর পাঠাইছে মালতিরে উনি আর আইতে দিবেন না। দরকার পড়লে মাইরা লাশ গাঙ্গে ভাসাইবেন, তবু আইতে দিবেন না। মালতিরে নাকি উনি একলাই খাইবেন, তার খাওয়ার জিনিস অন্য লোকেও খাইব এইডা নাকি উনার পছন্দ না। মালতিরে উনি আটকাইয়া রাখছেন, নাকি মাইরা ফালাইছেন ভগবান জানে আহারে দিদি আমি তর কি সর্বনাশ করলামরে দিদি...

মধুবাবু আবার আকুল হয়ে কাঁদেন আর আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। মাথার মধ্যে মদের ঘোর, এইসব মুহূর্তে আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সাহস দেখাই, কিন্তু এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি এমপি সাহেবের ছেলের কাছ থেকে মালতিকে উদ্ধার করার সামর্থ্য আমাদের নাই। মালতির এই পরিণতি আমাদের মন খারাপ করিয়ে দেয়, একইসঙ্গে টের পাই, এমপি-র ছেলের প্রতি ঈর্ষায় আমাদের বুক জ্বলে যাচ্ছে। কত সহজেই সে বলতে পারে মালতিকে সে একাই খাবে (আমরা ওর

জন্য এত কিছু করেছি, কই আমরা তো একথা বলা তো দূরের কথা ভাবারই সাহস পেলাম না)। শুনেছি বিভিন্ন দেশে নায়িকাদের এভাবে বিছানায় নিয়ে যায় বড়লোকের বাচ্চারা। এর সত্যি মিথ্যা জানি না, কিন্তু কথাটা যদি সত্যি হয়েই থাকে, আমরা ভাবি, যে ঐশ্বরিয়া এক মিনিটের একটা বিজ্ঞাপনে কাজ করে দশ লাখ টাকা পায়, কত টাকা থাকলে তাকে বিছানায় নেওয়া যায়? না, আমরা কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু সেই অচেনা অজানা বড়লোকের বাচ্চার প্রতি ঈর্ষায়ও আমাদের বুক জ্বলে যায়। তুমি তারে বিছানায় নিয়া যাও, আর আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকে তার পোস্টার, তার ভিউকার্ড, আমরা সেইগুলা সামনে রাইখা হাত মারি। তা-ও কি ঠিকমতো মারা যায়, চূড়ান্ত মুহূর্তে নিজে উধাও হইয়া কখন যে সে কাজের ছেমরিডারে বসাইয়া দিয়া যায়! কিন্তু মালতির কি হবে? ঐশ্বরিয়ার চিন্তা ছেড়ে আমরা আবার মালতির চিন্তায় ফিরে আসি। মালতিও কি এভাবে আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে? এমপি-র ছেলে তাকে একাই ছিঁড়েখুঁড়ে, লুটেপুটে খাবে? খাক। যতই খাক, শালায় মালতিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কালকেই আমরা কুমার পাড়ায় যাব, জয়দেব পালকে বলবো যেন আমাদের জন্য মালতির একটা প্রমাণ সাইজের মূর্তি বানিয়ে দেয়। জয়দেব পালও মালতিকে খুব পছন্দ করে, বলে উনি তো মানুষ না, সাক্ষাৎ দেবী, মানুষের মূর্তি লইয়া জন্মাইছেন। দেবীই যদি না হইবেন, এত রূপ উনি পাইলেন কই! আমরা জয়দেব পালকে বলব মালতি দেবীর একটা মূর্তি বানাইয়া দেন। জানি সে খুব প্রেম নিয়েই সেটা বানাবে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জয়দেব পালের মূর্তি বানানো দেখব। দেখবো কীভাবে ঠোঁট বানায় সে, চিবুক বানায়, স্তন বানায়, নাভি বানায়, কোমরের ভাঁজ বানায়, উরুসন্ধি বানায়। বানানো শেষ হলে আমরা মহাসমারোহে সেই মূর্তি নিজেদের ঘরে এনে রাখব, পর্যায়ক্রমে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে ঘুরে বেড়াবে সেই মূর্তি । আমরা প্রাণ ভরে দেখব যতবার দেখতে ইচ্ছে করে, যেভাবে দেখতে ইচ্ছে করে। তারপর, তারপর...